প্রতারণা খুন জখমের বিরুদ্ধে গার্মেন্টস শ্রমিকদের লড়াই

শহীদুল ইসলাম সবুজ

ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকার দাবিতে দীর্ঘ ৫ বছর গার্মেন্ট শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দের অনেক লড়াই-আন্দোলন আর জেল-জুলুম-নির্যাতনের পর এই খাতের শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হয় ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে। কিন্তু বরাবরের মতই উপেক্ষা করা হয় শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের দাবিদাওয়া। শুধু তা-ই নয়, ২০১৮ সালের নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণার সময় অত্যন্ত চতুরতার সাথে ২০১৩ সালে ঘোষিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ৫% মজুরি বৃদ্ধির ফলে বিগত ৫ বছরে অর্জিত বর্ধিত মজুরিটুকু হিসাবে নেয়া হয়নি, যা শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম কারণ। এই বিষয়ে বিস্তারিত হিসাব ও আইন উপস্থিত করা হয়েছে এই লেখায়।

সদ্য তারুণ্যে পা রাখা গার্মেন্ট শ্রমিক সুমনকে গুলি করে মেরে ফেলা হল! সুমনের সহকর্মী ও আত্মীয়রা জানান, সাভারে গত ৮ জানুয়ারি শ্রমিকদের বিক্ষোভ চলাকালে বিক্ষোভকারী ভেবে সুমনকে তাড়া করে পুলিশ এবং একপর্যায়ে গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান আনলিমা টেক্সটাইল লিমিটেডের শ্রমিক সুমন মিয়া। সুমনের লাশ নিয়ে শ্রমিকরা কারখানায় ফিরে বিক্ষোভ করলে পুলিশ সেখানেও আবার লাঠিচার্জ করে এবং গুলি চালায়! এবং যথারীতি এখনও পর্যন্ত এই খুনের কোন দায় স্বীকার না করার পাঁয়তারা চলছে। সুমন খুনের পর থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশের গার্মেন্টস শিল্পাঞ্চলগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই শ্রমিকদের ওপর চলেছে পুলিশ আর মালিকদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের চরম নিষ্ঠুর হামলা আর নির্যাতন। মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে শত শত শ্রমিকের নামে। সাভার থেকে ১৩ তারিখে গ্রেফতার করা হয়েছে গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের থানা শাখার সভাপতিসহ ৭ জনকে, টঙ্গি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গার্মেন্টস টিইউসির নেতাকে। বিভিন্ন কারখানা থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে শত শত শ্রমিককে। আরও শত শত শ্রমিকের তালিকা করা হয়েছে ছাঁটাইয়ের জন্য।

২০১৩ সালে মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণার সময় জারি করা প্রজ্ঞাপনের ১৩ অনুচ্ছেদে সাধারণ শর্তাবলিতে পরবর্তী প্রতিবছরে বেসিক মজুরির সাথে ৫% হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য শর্তাবলিটি তুলে ধরছি : "এই প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত নিম্তম মজুরী সমন্বয় করিয়া ০১ (এক) বৎসর কর্মরত থাকিবার পর কোন শ্রমিকের মূল মজুরী ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে বাৎসরিক ভিত্তিতে বৃদ্ধি পাইবে এবং পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় মূল মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে বৃদ্ধি পাইবে এবং সোয়েটারসহ অন্যান্য গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে ফুরন ভিত্তিক (পিস রেট) মজুরীতে কর্মরত শ্রমিকগণও বাৎসরিক ভিত্তিতে মূল মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে মজুরী বৃদ্ধির সুবিধা পাইবেন।

ব্যাখ্যা : একজন শ্রমিকের মূল মজুরী ৪১০০ (চার হাজার একশত) টাকা হইলে ০১ (এক) বৎসর কর্মরত থাকিবার পর উক্ত শ্রমিকের বাৎসরিক মজুরী বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার মূল মজুরী ৪৩০৫ (চার হাজার তিনশত পাঁচ) টাকা হিসাবে নির্ধারিত হইবে এবং পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে তাঁহার মূল মজুরী ৪৩০৫ (চার হাজার তিনশত পাঁচ) টাকার ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫২০.২৫ (চার হাজার পাঁচশত বিশ টাকা পঁচিশ পয়সা) টাকা হিসাবে নির্ধারিত হইবে।"

২০১৩ সালে নতুন মজুরি ঘোষণা হওয়ার পর তা কার্যকর হয় ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে। প্রজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান হারে শ্রমিকরা ৫% বর্ধিত বেসিক মজুরি পাওয়ার কথা। তখন ১নং গ্রেডের শ্রমিকদের বেসিক মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮৫০০ টাকা। সেই হিসাবে ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত শ্রমিকরা পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ৫% বৃদ্ধিতে বেসিক মজুরি পাবেন। ২০১৫ সালে ৮৫০০ টাকার সাথে ৫% যোগ করে বেসিক দাঁড়ায় ৮৯২৫ টাকা। ২০১৬ সালে ৮৯২৫ টাকার সাথে ৫% যোগ করে বেসিক দাঁড়ায় ৯৩৭১ টাকা। ২০১৭ সালে ৯৩৭১ টাকার সাথে ৫% যোগ করে বেসিক দাঁড়ায় ৯৮৩৯ টাকা। ২০১৮ সালে ৯৮৩৯ টাকার সাথে ৫% যোগ করে বেসিক দাঁড়ায় ১০৩৩১ টাকা। ২০১৯ সালে ১০৩৩১ টাকার সাথে ৫% যোগ করে বেসিক দাঁড়ায় ১০৮৪৮ টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আগের কাঠামো অনুযায়ীই ১নং গ্রেডের প্রতি শ্রমিকের ২০১৯ সালে বেসিক মজুরি হওয়ার কথা ১০৮৪৮ টাকা। কিন্তু ২০১৮ সালে ঘোষিত মজুরি কাঠামো অনুযায়ী তাদের বেসিক নির্ধারণ করা হয় ১০৪৪০ টাকা! সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ৫ বছরের পুরনো শ্রমিক, যাঁর বেসিকের ইনক্রিমেন্ট হয়েছিল, তিনি আগের কাঠামোতেই যে বেসিকটা পেতেন তার তুলনায় ২০১৮ সালের মজুরি কাঠামো অনুযায়ী তাঁর বেসিক ৪১২ টাকা কমে যায়!

একইভাবে হিসাব করলে দেখা যায়, ২নং গ্রেডের পুরনো শ্রমিকদের ইনক্রিমেন্ট হওয়া বেসিক মজুরি ২০১৯ সালে এসে আগের কাঠামো অনুযায়ী যত হত, নতুন কাঠামোর কারণে তাঁরা সেটি থেকে ৪২০ টাকা কম বেসিক মজুরি পাবেন এবং ৩নং গ্রেডের পুরনো শ্রমিকরা পাবেন আগের থেকে প্রায় ৪৯ টাকা কম বেসিক মজুরি!

দেখা যাচ্ছে, নতুন মজুরি কাঠামো নির্ধারণ ও ঘোষণার ক্ষেত্রে সরকার ও মালিকপক্ষ অত্যন্ত অসততা ও চতুরতার সাথে পূর্বঘোষিত প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ও শর্তাবলি এড়িয়ে গেছে। এমনকি এক্ষেত্রে তারা ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ধারা ১৪৯ ও ধারা ২৮৯ সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের অপরাধে অভিযুক্ত হবে। এই দুটি ধারায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে–

(ধারা ১৪৯) নিম্নতম মজুরি হারের কম হারে মজুরি প্রদান নিষিদ্ধ :

কোন মালিক কোন শ্রমিককে এ অধ্যায়ের অধীন ঘোষিত বা প্রকাশিত নিম্নতম হারের কম হারে কোন মজুরি প্রদান করতে পারবেন না।

কোন শ্রমিককে ঘোষিত নিম্তম হারের অধিক হারে মজুরি অথবা অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা অব্যাহতভাবে পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না, যদি কোন চুক্তি বা রোয়েদাদের অধীন বা অন্য কোন কারণে তিনি উক্তরূপ অধিক হারে মজুরি পাওয়ার অথবা কোন প্রথা অনুযায়ী উক্তরূপ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হন।

(ধারা ২৮৯) নিম্নতম মজুরি হারের কম হারে মজুরি প্রদানের দণ্ড :

কোন মালিক একাদশ অধ্যায়ের অধীন ঘোষিত নিম্নতম মজুরি হারের কম হারে কোন শ্রমিককে মজুরি প্রদান করলে, তিনি এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে, অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

যে ক্ষেত্রে আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন দণ্ড আরোপ করে, সে ক্ষেত্রে আদালত তার রায় প্রদানকালে, উক্তরূপ কোন লঙ্ঘন না হলে সংশিষ্ট শ্রমিককে যে মজুরি প্রদেয় হত এবং উক্তরূপ লঙ্ঘন করে মজুরি হিসাবে যে অর্থ প্রদান করা হয়েছে তার পার্থক্যের পরিমাণ অর্থ তাকে প্রদান করার আদেশ দিতে পারবে।

অন্যদিকে যেসব গ্রেডে বেসিক বেড়েছে সেটা পুরনো শ্রমিক, যাঁরা ইনক্রিমেন্ট হওয়া বেসিক পাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এতটাই সামান্য যে সেটা দিয়ে বড়জোর দুই বেলা থেকে পাঁচ বেলার খাবারের খরচ চলতে পারে! ওপরে ১নং গ্রেডের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে হিসাব করেছি সেভাবে হিসাব করলে দেখা যায়, ৭নং গ্রেডের পুরনো শ্রমিকদের ইনক্রিমেন্ট হওয়া বেসিক মজুরি ২০১৯ সালে এসে আগের কাঠামো অনুযায়ী যত হত নতুন কাঠামোর পর এখন তাঁরা সেটি থেকে মাত্র ২৭১ টাকা বেশি বেসিক মজুরি পাবেন, ৬নং গ্রেডের পুরনো শ্রমিকরা পাবেন মাত্র ১৯২ টাকা বেশি, ৫নং গ্রেডের পুরনো শ্রমিকরা পাবেন মাত্র ১৬৫ টাকা বেশি আর ৪নং গ্রেডের পুরনো শ্রমিকদের বেসিক প্রকৃত অর্থে বাড়বে মাত্র ৮০ টাকা!

মধ্যম আয়ের ফুটানি দেখানো দেশের এই হল বাস্তব চিত্র। উন্নয়নের জোয়ারে ভাসা দেশে এতটাই 'উন্নয়ন' হয়েছে যে ৫ বছর পর প্রকৃত অর্থে পুরনো শ্রমিকের ইনক্রিমেন্ট হওয়া ন্যূনতম বেসিক মজুরি বাড়ানো হয়েছিল সর্বোচ্চ মাত্র ২৭১ টাকা আর অন্যদিকে কমানো হয়েছিল ৪২০টাকা পর্যন্ত।

গার্মেন্ট শ্রমিকদের সাম্প্রতিক আন্দোলন *আলোকচিত্রীর নাম জানা যায় নি*

এরপর সপ্তাহব্যাপী চলা আন্দোলনের তোড়ে মালিকপক্ষ ও সরকার বাধ্য হয় মজুরি কাঠামো সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় কমিটি করতে। তড়িঘড়ি করে এই কমিটি মজুরি সমন্বয়ের নামে আবারও শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা আর তামাশার আশ্রয় নেয়। ১৩ তারিখ বিকেলে এই কমিটি মজুরি কাঠামোতে ৬টি গ্রেডে মাত্র ১৫ টাকা থেকে ৭৪৭ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। নতুন মজুরি কাঠামোতে ৬ নম্বর গ্রেডের মূল মজুরি ছিল ৪৩৭০ টাকা। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখানে ১০ টাকা বাড়িয়ে মূল মজুরি হবে ৪৩৮০ টাকা মাত্র। তাতে এই গ্রেডের মোট মজুরি ১৫ টাকা বেড়ে হবে ৮৪২০ টাকা। ৫ নম্বর গ্রেডের মূল মজুরি ছিল ৪৬৭০ টাকা। এখানে নতুন করে বাড়বে ১৩ টাকা। তাতে মোট মজুরি ২০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৮৮৭৫ টাকা। ৪ নম্বর গ্রেডের মূল মজুরি ছিল ৪৯৩০ টাকা। নতুন করে বাড়বে ৬৮ টাকা। তাতে মোট মজুরির সাথে ১০২ টাকা যোগ হয়ে দাঁড়াবে ৯৩৪৭ টাকা। ৩ নম্বর গ্রেডের মূল মজুরি ছিল ৫১৬০ টাকা। এর সাথে নতুন করে বাড়বে ১৭০ টাকা। তাতে মোট মজুরি ২৫৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৯৮৪৫ টাকা। ২ নম্বর গ্রেডের মূল মজুরি ছিল ৮৫২০ টাকা। এখানে নতুন করে বাড়বে ৫৪৫ টাকা। তাতে মোট মজুরি হবে ১৫৪১৬ টাকা। ১ নম্বর গ্রেডে মূল মজুরি ছিল ১০৪৪০ টাকা। এই গ্রেডে বাড়বে ৪৯৮ টাকা। তাতে মোট মজুরি ৭৪৭ টাকা বেড়ে ১৮২৫৭ টাকা হবে। এই পরিমাণ প্রতারণা করার পরও এখানকার মালিক শ্রেণি ও সরকারের কর্তাব্যক্তিদের গার্মেন্টস শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর কাগুজে হিসাব দিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা করেনি। শিল্প অঞ্চলের গার্মেন্টস শ্রমিকরা এখন যে ন্যায়সংগত বিক্ষোভ করছে সেটা এই হাস্যকর রকমের ন্যূনতম মজুরি আর মজুরি বাড়ানোর নামে করা প্রতারণার বিরুদ্ধেই।

বেসিক বা মূল মজুরি শ্রমিকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বেসিকের ওপর বিভিন্ন ভাতার পরিমাণ নির্ভর করে। তাই বেসিক কম হওয়া মানে শ্রমিকের ভাতার পরিমাণও কমে যাওয়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মালিকপক্ষ ও সরকার গার্মেন্টস শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি কত বেড়েছে তার বিশাল বিশাল শতাংশের হিসাব হাজির করলেও প্রকৃত অর্থে মালিকপক্ষ শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির যে চাপ সেটির একটি বড় অংশ ওপরের গ্রেডের এবং পুরনো শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। মনে রাখতে হবে, একদম নিচের গ্রেডে শ্রমিক মাত্র ১০ শতাংশ। বেশির ভাগ শ্রমিকই পুরনো এবং ৫ম থেকে ২য় গ্রেডের মধ্যে কাজ করে। তাই পুরো ইন্ডাস্ট্রির কথা চিন্তা করলে আমরা অনুমান করতে পারি যে, মালিকপক্ষ ৫ বছর পর এসে যে হাস্যকর পরিমাণে ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়েছিল, সেই অকিঞ্চিৎকর মজুরি বাড়ার চাপেরও একটা বড় অংশ কতটা ন্যক্কারজনকভাবে তারা নিজেদের ঘাড় থেকে পুরনো ও ওপরের গ্রেডের শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

শ্রম আইন, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা, শর্তাবলি, সর্বোপরি প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক, শ্রমিক সংগঠন, নেতৃবৃন্দ–সবার দাবিদাওয়া উপেক্ষা করে সর্বমোট বেসিক ও ভাতাসহ গড় মজুরি ৮০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ঘোষণার সময় বলা হয়, এই মজুরি কার্যকর হবে ডিসেম্বর মাস থেকেই। শ্রমিকরা মনে করেছিল, ডিসেম্বর থেকেই তারা নতুন মজুরি পাবে, তাই দেখা যায় ডিসেম্বরের ৮ তারিখ থেকেই নতুন মজুরির দাবিতে বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। ঘোষণার সময় স্পষ্ট করা হয়নি ডিসেম্বর মাসের বেতন জানুয়ারিতে কার্যকর হবে। কিন্তু এখন এই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে এসে শ্রমিকরা যখন বুঝতে পারছে যে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে বাঁচার মত মজুরির অধিকার থেকে, তখন তারা অধিকার আদায়ে রাজপথ বেছে নেবে এটাই তো স্বাভাবিক। আবার অনেক কারখানার শ্রমিকরা বলছে তারা কোন্ গ্রেডের শ্রমিক মালিকরা তা স্পষ্ট করছেন না। বেতন দেয়ার সময় মালিকরা তাঁদের সুবিধাজনক গ্রেড অনুযায়ী শ্রমিকদের ঠকাবেন বলেও সন্দেহ করছে শ্রমিকরা। শ্রমিকরা বলছে, আন্দোলন ছাড়া তাদের অধিকার আদায়ের বিকল্প কোন পথ নেই। তাই তারা রাজপথকেই বেছে নিয়েছে। আর এ কারণেই মরেছেন সুমন মিয়া। সুমনের এই রক্ত বৃথা যেতে দেবে না শ্রমিকরা। দুনিয়ার মজদুর এক হবেই!

শহীদুল ইসলাম সবুজ: শ্রমিক নেতা ও জনআন্দোলন কর্মী
ইমেইল: sabuj.shahidul933@gmail.com